85031 - অযুর সময় দাড়ি খিলাল করার হুকুম

প্রশ্ন

অযুর সময় দাড়ি খিলাল করার হুকুম কী? এ ব্যাপারে আলেমদের অগ্রগণ্য মত কোনটি?। আবিষয়ে বিস্তারিত জানা নিয়ে সঙশ

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

দাড়ি যদি এমন পাতলা হয় যে চেহারার চামড়া এর নিচ থেকে দেখা যায়, তাহলে দাড়ি খিলাল করে এর ভেতরের অংশ ধৌত করা ওয়াজিব। কারণ সেটি চেহারার সীমানার অন্তর্ভুক্ত।

আর যদি দাড়ি এতটা ঘন হয় যাতে চেহারার চামড়া নিচ থেকে দেখা না যায়, তাহলে দাড়ির ভেতরের অংশ ধৌত করা ওয়াজিব নয়। বরং দাড়ি খিলাল করা মুস্তাহাব। এটা অধিকাংশ আলেমের মত। আর এটিই অগ্রগণ্য অভিমত।

ইবনে কুদামা রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ‘দাড়ি যদি পাতলা হয় যার ফলে ত্বক প্রকাশ পায়, তাহলে ভেতরের অংশ ধোয়া ওয়াজিব হবে। আর যদি ঘন হয় তাহলে ভেতরের অংশ ধৌত করা ওয়াজিব নয়। বরং খিলাল করা মুস্তাহাব।

ইসহাক বলেন: যদি সে ইচ্ছাকৃত দাড়ি খিলাল করা ছেড়ে দেয়, তাহলে পুনরায় অযু করতে হবে। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দাড়ি খিলাল করতেন, যেমনটি উসমান ইবনে আফ্ফান তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেন: এটি ‘হাসান সহীহ’ হাদীস। বুখারী বলেন: এটি উক্ত পরিচ্ছেদের সবচেয়ে বিশুদ্ধ হাদীস। আবু দাউদ আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযু করার পর অঞ্জলি ভরে পানি নিয়ে চিবুকের নিচে ঢুকিয়ে দিতেন। তিনি বলতেন: “আমার মহান রব আমাকে এভাবে নির্দেশ দিয়েছেন।” ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযু করার সময় তার চেহারার দুই পাশে ঘষতেন। তারপর তিনি তার আঙুল দিয়ে নিচের দিক থেকে তার দাড়ি খিলাল করতেন।[হাদীসটি ইবনে মাজাহ বর্ণনা করেন]

আত্বা ও ইবনে সাওর বলেন: চেহারায় থাকা চুল ঘন হলেও এর ভেতর পর্যন্ত ধৌত করা ওয়াজিব যেমনটি জানাবতের গোসলের ক্ষেত্রে ওয়াজিব। কারণ জানাবতের গোসলে যেমন তিনি চেহারা ধোয়ার ব্যাপারে আদিষ্ট, তেমনিভাবে অযুতেও তিনি

চহোরা ধোয়ার ব্যাপারে আদষ্টি। একটরি ক্ষত্রেে যা আবশ্যক হয়, অনুরূপ অন্যটরি ক্ষত্রেওে তা আবশ্যক।

অধকিাংশ আলমেরে মতে এটি (জানাবতরে সময়) আবশ্যক নয়। তাই খলিাল করাও আবশ্যক নয়। খলিাল পরত্যিাগরে ক্ষত্রেে যারা ছাড় দয়িছেনে তাদরে মাঝে রয়ছেনে: ইবনে উমর, হাসান ইবনে আলী, ত্বাউস, নখয়ী, শা'বী, আবুল আলয়িা, মুজাহদি, আবুল কাসমে, মুহাম্মাদ ইবনে আলী, সাঈদ ইবনে আব্দুল আযীয ও ইবনুল মুনযরি। কারণ আল্লাহ তায়ালা ধৌত করার নর্দিশে দয়িছেনে; তনিি খলিাল করার কথা উল্লখে করনেনি। যে সাহাবীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে অযুর ববিরণ দয়িছেনে তাদরে অধকিাংশই খলিাল করার কথা বর্ণনা করনেনি। যদি এটি ওয়াজবি হত তাহলো কোনো অযুতে তনিি এটি ছাড়তনে না। প্রত্যকে অযুতইে যদি তনিি দাড়ি খলিাল করতনে তাহলে যারা তার অযুর ববিরণ দয়িছেনে তারা সবাই বা তাদরে অধকিাংশই এটি বর্ণনা করত। তনিি কখনও খলিাল না করা প্রমাণ করে যে ঘন চুলরে নচিে যা আছে সটেি ধৌত করা ওয়াজবি নয়। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে দাড়ি ঘন ছলি। খলিাল করা ও প্রকৃষ্টভাবে খলিাল করা ছাড়া এই দাড়রি নচিে পানি পৌঁছায় না। তনিি কখনো কখনো খলিাল করা থকেে এটি মুস্তাহাব হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।'[সমাপ্ত][আল-মুগনী(১/৭৪)]

নববী রাহমিাহুল্লাহ বলনে: 'ঘন দাড়রি উপরভিাগ ধোয়া ওয়াজবি; এতে কোনো মতানক্যে নইে। এর ভতেররে দকি ও নচিরে ত্বক ধৌত করা ওয়াজবি নয়। এটাই বশিুদ্ধ ও প্রসদ্ধিও প্রসদ্ধি নইে। এর ভতেররে অংশ তথ মাযহাব, যা ইমাম শাফয়েী রাহমিাহুল্লাহ দ্ব্যর্থহীনভাবে বলছেনে এবং মাযহাবরে অধকিাংশ আলমে এটি অকাট্যভাবে সমর্থন করছেনে। এটি মালকে, আবু হানীফা, আহমদসহ সাহাবী-তাবয়েীদরে অধকিাংশ আলমেরে মত।

রাফয়েী একটি মত বর্ণনা করছেনে য, (দাড়রি নচিে থাকা) ত্বক ধৌত করা আবশ্যক। এটি মুযানী ও আবু সাওররে মত।'[সমাপ্ত][আল-মাজমূ (১/৪০৮)]

ঘন দাড়ি খলিাল করা ওয়াজবি নয় এবং ঘন দাড়রি ভতেররে অংশ ধোয়া আবশ্যক নয়; এর পক্ষে জমহুর আলমেদরে অন্যতম দলীল হলো বুখারীর (১৪০) বর্ণতি একটি হাদীস, ইবনে আব্বাস রাদয়িাল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করনে: "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযু করা শুরু করলনে। এজন্য চহোরা ধৌত করলনে। তনিি এক কোষ পানি নয়িে তা দয়িে কুলি করলনেও নাকে পানি দলিনে। তারপর এক কোষ পানি নয়িে তা দয়িে এমনটি করলনে। তনিি তার অন্য হাতরে সাথে একত্রতি করে উভয়টি দয়িে চহোরা ধৌত করলনে। ... তারপর বলনে: আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াস্লামকে এভাবইে অযু করতে দখেছে।ি"

হাদীসটি থকেে দলীল প্রদানরে দকিটি হলো: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে ঘন দাড়ি ছলি। এক অঞ্জলি পানি চহোরা ধৌত করা এবং দাড়রি নচিরে ত্বক ধোয়ার জন্য যথষ্টে পরমিাণ না। সুতরাং বোঝা গলে যে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু এর উপরভিাগ ধৌত করার মাঝইে সীমাবদ্ধ থকেছেনে।[আরো দখেুন: আল-মাজমূ (১/৪০৮), নাইলুল আওত্বার

(১/১৯০)]

দুই:

যারা দাড়ি খিলাল করা ওয়াজবি মনে করেন, তাদে প্রদত্ত দলীল হলো আবু দাউদ (১৪৫) বর্ণতি হাদীস, আনাস ইবনে মালকে রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করছেনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অযু করার সময় এক অঞ্জলি পানি নিয়ে সটো চোয়ালরে নম্নিদশেে (থুতনরি নচিে) লাগয়িে দাড়ি খিলাল করতনে এবং বলতনে: "আমার মহান রব আমাকে এমনটি করার নর্িদশে দয়িছেনে।"

হাদীসটি মতভদেপূর্ণ। হাফযে ইবনে হাজার রাহমিাহুল্লাহ বলনে: "আনাসরে হাদীসটি আবু দাউদ বর্ণনা করনে। এর সনদে রয়ছেনে আল-ওয়ালীদ ইবনে যারওয়ান। তার অবস্থা অজ্ঞাত।...

আনাস থকেে এর অন্য বশে কছিু সনদ রয়ছেে যগেুলো দুর্বল।"[আত-তালখীসুল হাবীর (১/৮৬) থকেে সংক্ষপেে সমাপ্ত]

হাদীসটকিে ইবনুল কাইয়মি তার 'তাহযীবুস সুনান' বইয়ে এবং আলবানী তার 'সহীহ আবু দাউদ' গ্রন্থে সহহি বলছেনে।

হাদীসটি সহহি হসিবেে ধরে নলিওে অন্যান্য দলীলরে সাথে সমন্বয় করতে গয়িে উক্ত হাদীসরে নর্িদশেকে মুস্তাহাব অর্থে গ্রহণ করতে হবে। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে অযু বর্ণনাকারীদরে অধকিাংশ দাড়ি খিলাল করার বষিয়টি উল্লখে করনেনি। যদি এটি ওয়াজবি হত, তাহলে তনিি কোনো অযুতইে তা বাদ দতিনে না। আর যদি প্রত্যকে অযুতে তনিি সটো করতনে, তাহলে যারা তাঁর অযু বর্ণনা করছেনে তাদরে সবাই বা অধকিাংশই এটি বর্ণনা করতনে।

তনি:

লক্ষ্য রাখতে হবে যে, ঘন দাড়রি উপরভিাগ লম্বা হলওে তা ধোয়া ওয়াজবি; কনেনা এটি চহোরার সীমানাভুক্ত। তাই এর বাহ্যকি দকি ধোয়া আবশ্যক।

শাইখ ইবনে উসাইমীন রাহমিাহুল্লাহ বলনে: 'অযুর অন্যতম সুন্নত হলো: ঘন দাড়ি খিলাল করা। দাড়ি পাতলাও হতে পারে, আবার ঘনও হতে পারে।

পাতলা দাড়ি হলো এমন দাড়ি যা ত্বক ঢকেে রাখে না। এমন দাড়ি এবং এর অভ্যন্তররে ত্বক ধোয়া আবশ্যক। কারণ এর ভতেররে অংশ প্রকাশমান থাকা অবস্থায় চহোরার গণ্ডভিুক্ত যা দয়িে ব্যক্তরিা একে অন্যরে সম্মুখীন হয়। আর ঘন দাড়ি হলো এমন দাড়ি যা ত্বক ঢকেে রাখে। এর উপরভিাগই কবেল ধোয়া ওয়াজবি। মাযহাবরে প্রসদ্ধি মত অনুসারে এমন দাড়ি লম্বা হলওে তা ধোয়া ওয়াজবি।

অন্য মত অনুসারে, এমন দাড়ি লম্বা হলে সটেি ধোয়া ওয়াজবি নয় যমেনভিাবে চুল লম্বা হলে তা মাসহে করা ওয়াজবি নয়। যদওি ওয়াজবি হওয়ার মতটইি সঠকি হওয়ার অধকি নকিটবর্তী।

দাড়রি সাথে চুলরে পার্থক্য হলো: দাড়ি যত লম্বাই্ হোক তা দয়িে মানুষরে মুখোমুখি হওয়া যায়। সুতরাং দাড়ি চহোরার সীমানাভুক্ত। আর মাথার লম্বা চুল মাথার অন্তর্ভুক্ত না। কারণ رأس (মাথা) শব্দটি গৃহীত হয়ছে তোরাউস থকেে যার অর্থ উর্ধ্বত্ব। আর মাথার সীমানা ছাড়য়িে যা নচিে নমেে গয়িছে, তা উর্ধ্বে নয়।"[সমাপ্ত][আশ-শারহুল মুমতি (১/১০৬)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।